# প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি

ড. প্রতাপ চন্দ্র রায়

# 'অর্থশাস্ত্র' ও 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা'র আলোকে রাজ্যপ্রশাসন পদ্ধতি বিষয়ক 'দায়বিভাগ' সমীক্ষা

পার্থ চ্যাটার্জী*

বৈদিকযুগের পরবর্তী সময়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সমস্ত মূল্যবানগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল আচার্য কৌটিল্য রচিত **'অর্থশাস্ত্র'**। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত হয়েছিল এবং এর রচয়িতা কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক। বহু প্রাচীন গ্রন্থ হলেও বর্তমান যুগেও অনেক ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখযোগ্য। চিন্তার গভীরতা, বিষয়বস্তুর বাস্তবমুখীনতার মিলনে রচিত এই অসামান্য গ্রন্থ দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে সর্বযুগের সুধী-সমাজের সমাদর লাভ করেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় হল রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা ও রাজনীতি বিষয়ক তত্ত্ব। সে হিসেবে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের অনুসরণে দন্ডনীতি, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র এই ধরণের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করলেন— **'অর্থশাস্ত্র'**। কেবল নিজের গ্রন্থ–ই নয়, পূর্বসূরীদের সমস্ত গ্রন্থকেই তিনি অর্থশাস্ত্র রূপে উল্লেখ করেছেন। (**পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি পূর্বাচার্যৈঃ প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্যৈকমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্**) (১/১/১)

**'অর্থশাস্ত্র'** কথাটির মানে অর্থবিষয়কশাস্ত্র। কিন্তু বর্তমান যুগের অর্থনীতি অপেক্ষা এই 'অর্থ' শব্দটির দ্যোতনা অনেক ব্যাপক। পার্থিব জগতে সমুন্নতি সাধনের জন্য প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল — ধর্ম, অর্থ ও কাম — যা ত্রিবর্গ নামে পরিচিত। এই ত্রিবর্গ বা পুরুষার্থ হল — ধর্ম, অর্থ ও কাম। অর্থশাস্ত্রে এই তিনটি পুরুষার্থের মধ্যে অর্থের — ই প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। (**অর্থ এব প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ, অর্থমূলৌ হি ধর্মকামাবিতি, ১/১/৭**)। অর্থশাস্ত্রে **'অর্থ'** শব্দের দ্বারা মনুষ্যের বৃত্তি বা জীবিকাকে বোঝানো হয়েছে। এই জীবিকার মাধ্যমেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়। সেই সম্পদকারী মনুষ্যদের আধারস্বরূপা ভূমিকেও **'অর্থ'** শব্দে বোঝানো হয়েছে। সম্পদব্যবহারকারী জনসাধারণ যে ভূমি বা পৃথিবীতে বাস করে সেই পৃথিবীর অধিগ্রহণ এবং পালন বিষয়ক, যে শাস্ত্রগ্রন্থ তাকেই কৌটিল্য **'অর্থশাস্ত্র'** আখ্যা দিয়েছেন। তাই অর্থশাস্ত্রের পঞ্চদশ তথা শেষ অধিকরণে তিনি বলেছেন — **"মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ। তস্যা পৃথিব্যা লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি (১৫/১/১)।"**

আচার্য কৌটিল্য তাঁর **'অর্থশাস্ত্র'** গ্রন্থের **'ধর্মস্থীয়ম্'** নামক তৃতীয় অধিকরণের **'দায়বিভাগঃ'** প্রকরণে তিনটি অধ্যায়ে তাঁর সময়ে প্রচলিত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায় তিনটি হলঃ —

---

*SACT, সংস্কৃত বিভাগ, শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী

**PRACHIN BHARATIYA SANSKRITI**

EDITOR - Dr. Pratap Chandra Roy

**PUBLISHER**
MANBHUM SAMBAD PUBLICATION PVT. LTD.
DULMI-NADIHA, PURULIA- 723102
**PRICE - RS. 450/-**

ISBN 978-81-949981-3-6

9 788194 998136